সমকাল

তারিখ ... 19 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... 2 ...

# গবেষণা অপর্যাপ্ত

■ সাব্বির নেওয়াজ

শিক্ষার মান রক্ষা করতে পারছে না শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়ানো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এখন ওয়ার্ল্ড র‍্যাঙ্কিংয়ে নিচের দিকে এ বিশ্ববিদ্যালয়। গবেষণা খাতে বাজেট বরাদ্দ যেমন কম, তেমনি শিক্ষকদের আগ্রহও কম। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে ৩৫ হাজার শিক্ষার্থীর স্থান হয় না। আবাসিক হলগুলোর পাঠাগারের অবস্থাও ভালো নয়। অনেক হলের লাইব্রেরি দিনের পর দিন খোলাই হয় না। শিক্ষকদের মূল্যায়ন করার ও শিক্ষাদান পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই শিক্ষার্থীদের।

জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক পশ্চাৎপদতাকে বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় মানে কেবল একাডেমিক ডিগ্রি নয়, সেখানে চাই উচ্চমানের গবেষণা। যুগের চাহিদা মেটাতে নতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তি আবিষ্কার ও তার প্রয়োগ না থাকলে জাতি হিসেবে আমরা পিছিয়ে পড়ব।'

পূর্ব বাংলায় জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে ১৯২১ সালের ১ জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে অপ্রতুল গবেষণা, গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে অনাগ্রহসহ নানা সংকট, শ্রেণিকক্ষের অভাব, অনাকাঙ্ক্ষিত ছাত্র রাজনীতির কারণে অচল ডাকসু, আবাসন সংকট, নানা কারণে নিম্নমুখী এ প্রতিষ্ঠানের মান। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, মুক্তবুদ্ধির বিকাশ ও সংস্কৃতি চর্চার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা রেখে আসছে। দেশ ও সমাজের বিকাশ ও অগ্রগতিতে বিভিন্ন অঙ্গনে অতীতে ভূমিকা রেখেছেন, বর্তমানেও রাখছেন এমন অনেক পথিকৃৎ ব্যক্তিত্বেরই ছাত্রজীবন কেটেছে কলা ভবন, টিএসসি, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার লাগোয়া সায়েন্স অ্যানেক্স ভবন ও কার্জন হলের সবুজ চত্বরে। এ বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শিক্ষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, বুদ্ধদেব বসু, মুনীর চৌধুরী, স্যার এ এফ রহমান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ অসংখ্য বরেণ্য ব্যক্তিত্ব। সত্যেন বোস, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীনিবাস কৃষ্ণান, কাজী মোতাহার হোসেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আবদুর রাজ্জাক, সরদার ফজলুল করিম, মুনীর চৌধুরী, হুমায়ুন আজাদের মতো কৃতী ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১

● আগামীকাল : ছাত্রলীগ আছে, ছাত্রদল নেই

# গবেষণা অপর্যাপ্ত

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

সন্তানদের স্মৃতিধন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়। ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সমকালকে বলেন, '৯৬ বছর বয়সী এ বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষক ও বিভাগসহ অনেক কিছুই বেড়েছে। তবে কাঙ্ক্ষিত গুণগত মান আসেনি। যে মানের যে পরিমাণ গবেষণা-প্রকাশনা হওয়ার কথা, তা আমরা এখনও পাইনি। অনুবাদ কর্ম নেই বললেই চলে। মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। সমষ্টিগত স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষাগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ায় সে চ্যালেঞ্জ পূরণেও ব্যর্থ হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। কয়েকটি বিভাগে বাংলা মাধ্যমে পড়ালেখা করানো হলেও আন্তর্জাতিক মানের বাংলা পাঠ্যপুস্তক ও অনুবাদ গ্রন্থ নেই।' গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর সময়ে ডাকসুসহ হল ছাত্র সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে না পারাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকটি বড় ব্যর্থতা বলে মনে করেন তিনি।

ডাকসুর সাবেক ভিপি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম সমকালকে জানান, 'শিক্ষা এখানে বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে। সান্ধ্যকালীন কোর্সের নামে বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার চেষ্টা চলছে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে কিছুদিন পর প্রকৃত শিক্ষার্থী আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। যাদের পাওয়া যাবে তারা সার্টিফিকেটের আশায় আসা ছাত্র নামধারী ক্রেতা হবে মাত্র।'

**র‍্যাঙ্কিংয়ের নিম্নগামী :** কয়েক বছরে বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্কিংয়ে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান নিচে নেমে গেছে। 'কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং'-এর জরিপে বিশ্বের ৯১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ৭০১-এ। যুক্তরাজ্যের শিক্ষাবিষয়ক জরিপ প্রতিষ্ঠান কুয়াকুয়ারেলি সাইমন্ডস (কিউএস) গত সেপ্টেম্বরে এ তালিকা প্রকাশ করে। তিন হাজার ৮০০-এর বেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ তালিকায় ৮১টি দেশের ৯১৬টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থান করে নিয়েছে। বাংলাদেশের অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় এ তালিকায় নেই। প্রতিবেশী ভারতের ১৮টি এবং পাকিস্তানের সাতটি বিশ্ববিদ্যালয় এ তালিকায় স্থান পেয়েছে। ২০১৬-১৭ সালের কিউএস এশিয়ান ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং জরিপে এশিয়া মহাদেশের ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪৫.৫ স্কোর নিয়ে ১০৯তম স্থানে অবস্থান করছে।

আরেকটি আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিং সংস্থা 'টাইমস হায়ার এডুকেশন' প্রকাশিত প্রতিবেদন তালিকায়ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তালিকাটিতে ৬০১-৮০০-এর মধ্যে অবস্থানকারী এ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কোর উল্লেখ করা হয়নি। টাইমস হায়ার এডুকেশনের সম্পাদক ফিল র‍্যাটি র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছিয়ে পড়ার কারণ হিসেবে এ দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ও সুযোগ-সুবিধার অভাব, স্বল্প গবেষণাকর্ম ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন। এ তালিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদানে ২৫, ইন্টারন্যাশনাল আউটলুকে ৩৭ দশমিক দুই, গবেষণায় আট দশমিক আট, সৃজনশীল বিভাগে নয় দশমিক ছয় মার্কস পেয়েছে। 'র‍্যাঙ্কিং ওয়েব অব ইউনিভার্সিটি' নামে আরেকটি ওয়েবসাইটের আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান বুয়েটেরও পেছনে।

**র‍্যাঙ্কিং সম্পর্কে শিক্ষাবিদদের অভিমত :** এ সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সমকালকে বলেন, 'এসব র‍্যাঙ্কিংয়ের তথ্য-উপাত্তে যথেষ্ট ভুল আছে এবং এটি একটি অপরিপক্ব জরিপ। সঠিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে জরিপ করলে বেরিয়ে আসবে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনেক এগিয়েছে।' উপাচার্য বলেন, 'বেশিরভাগ র‍্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলোর বাণিজ্যিক স্বার্থও থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কখনও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চলে না। আবার র‍্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে তথ্য নেয়। সেখানে সব তথ্য থাকে না। তারা সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছ থেকে তথ্য নিলে সঠিক চিত্র পাওয়া যেত।' তিনি আরও বলেন, 'সবচেয়ে কম খরচে কোন বিশ্ববিদ্যালয় মানসম্পন্ন গ্র্যাজুয়েট তৈরি করতে পারছে, এমন কোনো ওয়ার্ল্ড র‍্যাঙ্কিং করা হলে তাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বশীর্ষে থাকবে।'

এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, 'আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ছিলাম, তখন 'এশিয়া উইক' রেটিংয়ে আমরা পরপর চারবার দক্ষিণ এশিয়ায় সেরা অবস্থানে ছিলাম। এখন এশিয়া উইক রেটিং বন্ধ হয়ে গেছে। এটা বেশ সমৃদ্ধ ছিল। আমাদের সম্পর্কে তারা বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করত। কিন্তু এখন যে সংস্থাগুলো রেটিং করছে সেগুলোর প্রায় সবই পশ্চিমা। তাদের কাছে আমাদের সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য নেই। আমাদের সমস্যা হলো, আমাদের যা আছে, তা-ও আমরা তুলে ধরতে পারি না। এটা পুরোপুরি তুলে ধরতে পারলে আমাদের অবস্থান এত নিচে নামত না।' বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় নিয়োগের বিষয়ে তিনি বলেন, 'অনার্স-মাস্টার্সে প্রথম হয়েছে, অন্য সব দিকও ভালো; এ রকম শিক্ষার্থীদের কি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ না দিয়ে পারা যায়? অবশ্য মিড লেভেলে কেউ কেউ দলীয় ভিত্তিতে নিয়োগ পান।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুর রব বলেন, আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিং তালিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিচের দিকে যাওয়া বেদনাদায়ক ঘটনা। শিক্ষকদের উৎকট দলীয় রাজনীতি এবং দলীয়করণ মানের অবনতির অন্যতম কারণ বলে মনে করেন তিনি। শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক শাহ শামীম আহমেদও বলেন, যেসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন সংস্থা সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা প্রকাশ করে সেসব বিষয়ে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলো পিছিয়ে রয়েছে।

**বিদেশি শিক্ষার্থী কমছে :** এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থী সংখ্যাও কমছে। গত ১৩ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ৪১ জন বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন। কোনো কোনো বছর একজন বিদেশি শিক্ষার্থীও ভর্তি হননি। অথচ এক সময় বিদেশি বিশেষত এশিয়ানদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি বেশ আগ্রহ ছিল। একটি আন্তর্জাতিক হলও তাদের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল।

**গবেষণা কমছে :** ইউজিসির ৪০তম বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, দুই হাজারের মতো শিক্ষক থাকলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে মাত্র ১৩১টি। শিক্ষকরাও গবেষণায় ততটা আগ্রহী নন। গত ১০ বছরে নতুন নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে, শিক্ষকের সংখ্যা বেড়েছে। নতুন নতুন বিষয় নিয়ে গবেষণার প্রবণতা বাড়ার বদলে গবেষণার সংখ্যা দিন দিন কমছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক এ এস এম মাকসুদ কামাল সমকালকে বলেন, 'গবেষণা খাতে বরাদ্দ রয়েছে এবার মোট বাজেটের মাত্র চার শতাংশ। যা দিয়ে বড় কোনো গবেষণা প্রকল্প চালানো সম্ভব নয়।' তিনি বলেন, 'একজন শিক্ষককে সারা সপ্তাহে যতগুলো ক্লাস নিতে হয়, তাতে প্রস্তুতি ও ক্লাস নেওয়াসহ বিভিন্ন কাজ শেষ করে গবেষণার জন্য সময় দেওয়া সত্যিই দুরূহ। তারপরও উদ্বৃত্ত সময়ের পুরোটা যে শিক্ষকদের সবাই সদ্ব্যবহার করেন, তা বলা যায় না।'

এক হিসাবে এ বছর গবেষণা খাতে বরাদ্দ বেড়েছে। কেননা ২০১৩-১৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা খাতে দুই কোটি ৭২ লাখ ৭০ হাজার টাকা ব্যয় করে। যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট বাজেটের মাত্র শূন্য দশমিক ৯৩৯ শতাংশ। গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাজেটে মোট বরাদ্দ ছিল ৩৭৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে গবেষণা খাতে বরাদ্দ ছিল মাত্র তিন কোটি ১০ লাখ টাকা! শতাংশের হিসাবে যা এক ভাগেরও কম। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটের সিংহভাগই ব্যয় হয় শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা খাতে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণা খাতকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা। এখানে প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল বরাদ্দের কারণে চাইলেও ভালোমানের গবেষণায় নিজেদের নিয়োজিত করতে পারেন না গবেষকরা। বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৯টি গবেষণা কেন্দ্র থাকলেও অর্থ বরাদ্দের অভাবে এর মধ্যে হাতেগোনা কয়েকটিতে বছরে কিছু কাজ হলেও বাকিগুলোতে চলছে নামমাত্র গবেষণা। এর কয়েকটিতে আবার গবেষণার নামে সেমিনার আয়োজন করেই দায়িত্ব শেষ করা হয়। কয়েকটিতে কোনো ধরনের গবেষণা বা সেমিনার কোনোটিই হয় না। অথচ বরাদ্দের অর্থ ঠিকই খরচ হয়। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামান সমকালকে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা ভাতা নামমাত্র। যা শিক্ষকদের জন্যও অসম্মানজনক। প্রয়োজনীয় উপকরণের অপ্রতুলতা, লোকবল ও অর্থের অভাবে আগ্রহী শিক্ষকরাও গবেষণায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।' ইউজিসির সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী সমকালকে বলেন, 'আমাদের দেশে গবেষণার সংস্কৃতিই আসলে গড়ে ওঠেনি। পদোন্নতির প্রয়োজন ছাড়া শিক্ষকরা গবেষণা করতে চান না। বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশেই এখন এ অবস্থা।'

এ বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সমকালকে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে গবেষণায় বরাদ্দ কম থাকলেও শিক্ষকরা কিন্তু বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রকল্পের আওতায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তহবিল, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সমঝোতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দেওয়া বরাদ্দ ও ইউজিসির হেকেপ প্রকল্পের অধীনে গবেষণা করছেন।'

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক এবং বর্তমানে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্বে থাকা ড. অহিদুজ্জামান সমকালকে বলেন, 'পিএইচডি-এমফিলের মতো উচ্চতর গবেষণায় কাঙ্ক্ষিত মান অনেক ক্ষেত্রেই রক্ষিত হয় না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদে অনেক উচ্চমানের গবেষণা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে শুধু একটা ডিগ্রি পাওয়ার মানসিকতা থেকে বেশিরভাগ মানুষ পিএইচডি করে থাকেন। কোনো নতুন জ্ঞান সৃষ্টি তাদের লক্ষ্য নয়। অথচ পিএইচডি মানেই নতুন দর্শন, নতুন চিন্তার সৃষ্টি।' তিনি বলেন, 'গবেষণা খাতে বরাদ্দের পরিমাণও অত্যন্ত কম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য মাসিক গবেষণা ভাতা মাত্র এক হাজার ৫০০ টাকা!'

ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান সমকালকে বলেন, 'আগে ভালো শিক্ষকরা গবেষণায় নিজেদের নিয়োজিত রাখতেন। এখন সবাই টাকার পেছনে ছোটেন। আগে পদোন্নতিতে গবেষণার মান, শিক্ষকের মেধা, পাঠদানের দক্ষতা এসব বিবেচনায় নেওয়া হতো। এখন দলীয়করণের প্রাধান্যে সব কিছু উচ্ছন্নে গেছে। এটাই হলো নিষ্ঠুর বাস্তবতা।'